চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ৭ আগস্ট'২০২৩খ্রি.

৯ হাজার পানিবন্দি পরিবার পেল মেয়রের খাবার

নয় হাজার পানিবন্দি মানুষের মাঝে সোমবার খাবার বিতরণ করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। রোববারের ধারাবাহিকতায় সোমবারও পানিবন্দি মানুষদের হাতে মেয়রের পক্ষে খাবার পৌঁছে দিয়েছেন কাউন্সিলররা, পাহাড়ধ্বসের ঝুঁকিতে থাকা এলাকার মানুষদের সরিয়ে দিচ্ছেন নিরাপদ আশ্রয়ে।
চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিতে নগরীর অনেক এলাকায় পানি উঠে ঘরে মানুষ বন্দি হয়ে আছে জানতে পেরে তাদের জন্য খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, পানিবন্দি ও পাহাড়ের পাদদেশে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের সরিয়ে নিতে কার্যক্রম চলমান আছে।
সোমবার দুপুরে পশ্চিম বাকলিয়ার কাউন্সিলর মোহাম্মদ শহিদুল আলম ৩০০ পরিবারের মাঝে শুকনো খাবার পৌঁছে দেন। পূর্ব ষোলশহরের বাড়াইপাড়া এলাকার পানিবন্দী ২ হাজার পরিবারের মাঝে খাবার বিতরণ করছেন কাউন্সিলর এম আশরাফুল আলম। মোহরা ওয়ার্ডের ৩ হাজার জলমগ্ন মানুষের মাঝে খাবার পৌঁছে দেন কাউন্সিলর কাজী নুরুল আমিন। সরাইপাড়ার কাউন্সিলর মোঃ নুরুল আমিন ৩০০ পরিবারের হাতে তুলে দেন চাল, ডিমসহ রান্নার বিভিন্ন উপকরণ। দক্ষিণ আগ্রাবাদের কাউন্সিলর মোঃ শেখ জাফরুল হায়দার চৌধুরী ২০০ পরিবারের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করেন। চকবাজার ওয়ার্ড কাউন্সিলর নূর মোস্তফা টিনু ওয়ার্ডের ৫০০ পরিবারের মাঝে খাবার পৌঁছে দেন। চান্দগাঁওর কাউন্সিলর মোঃ এসরারুল হক ১ হাজার মানুষের মাঝে শুকনো খাবার ও ৫০০ মানুষের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণ করেন। এর আগে শনিবার ৮ হাজার ও রোববার ৬ হাজার পানিবন্দি মানুষকে খাবার খাওয়ান তিনি।

নগরীর জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি উন্নয়নে কাজ করছে চসিকের প্রতিনিধিদল

নগরীর জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও দ্রুত বদ্ধ পানি অপসারণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল শহরের ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাসমূহ পরিদর্শন করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সোমবার বহদ্দারহাট, মুরাদপুর, ফুলতলা, বাড়ইপাড়া, এনায়েতবাজার, তিনপোলের মাথা, নিউ মার্কেট, স্টেশন রোড, কাপাসগোলাসহ যেসব স্থানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে পানির প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সেসব স্থানে তাৎক্ষণিক সেবক, স্কেভেটর ও লং বুম ব্যবহার করে পানি প্রবাহ সচল করার কাজ শুরু করে প্রতিনিধিদলটি।
এরপর ৯ নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড এবং ১৩ নং পাহাড়তলী ওয়ার্ডের লেকসিটি আবাসিক ও ১৪ নং লালখান বাজার ওয়ার্ডের মতি ঝর্ণা এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি এলাকাসমূহ পরিদর্শনের পর পাহাড়ের পাদদেশে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাস করায় যে সমস্ত পরিবারকে সরিয়ে দেয়া হয় তাদের দেখতে আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করে দলটি। এসময় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর নূর মোস্তফা টিনু, সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর রুমকি সেনগুপ্ত, চসিক মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা আবুল হাশেম, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মোঃ শরফুল ইসলাম মাহি, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা মঈনুল ইসলাম জয় ও চসিকের পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীরা।
এছাড়া অতিরিক্ত বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সংস্কার ও দ্রুত পানি অপসারণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে অস্থায়ী বাধ তৈরির জন্য চসিকের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মুনিরুল হুদার নেতৃত্বে নগরীর জলমগ্ন এলাকাসমূহ পরিদর্শন করেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিপ্লব দাশ এবং নির্বাহী প্রকৌশলী আবু ছিদ্দীক ও আনোয়ার জাহান। এসময় তারা দ্রুততম সময়ে সড়ক ও সংস্কার ও যোগাযোগব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮